প্রথম আলো

তারিখ ... 13 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

যে কলেজে বেশির ভাগ আসন ফাঁকা

মানসুরা হোসাইন ও কামরান পারভেজ, ময়মনসিংহ থেকে

সরেজমিন

ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

ময়মনসিংহের টিচার্স ট্রেনিং কলেজে (মহিলা) আসনসংখ্যার তুলনায় শিক্ষার্থী কম। শিক্ষকেরা বলছেন, পাঁচ বছর ধরেই কলেজটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমছে। আপাতত এটাকেই বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছে কলেজটির কর্তৃপক্ষ।

গত বুধবার কলেজে গিয়ে এ তথ্য জানা যায়। ১ হাজার ৫০ জন শিক্ষার্থীর পড়াশোনার সুযোগ থাকলেও বর্তমানে ৪৫০ জন বিএড অনার্স, বিএড এবং এমএড করছেন। বিএড এবং এমএডে শিক্ষার্থী কম। ৬০০ আসনের বিএডে ১৩২ এবং ১৫০ আসনের এমএডে মাত্র ২৫ জন শিক্ষার্থী আছেন।

কলেজের উপাধ্যক্ষ অমল কান্তি চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষার্থী কমে যাওয়ার কারণে সরকারের রাজস্ব কমে যাচ্ছে। শিক্ষকেরা ঠিকই পরিশ্রম করছেন। এখানে লাইব্রেরিসহ যেসব সুবিধা আছে, তার সর্বোচ্চ ব্যবহার হচ্ছে না।

সরকারি এই কলেজটির যাত্রা শুরু ১৯৫২ সালে। দেশের ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মধ্যে এটিই শুধু নারীদের জন্য। অন্যগুলোতে নারী ও পুরুষ শিক্ষার্থীরা পড়ছেন। নিয়মিত শিক্ষার্থীর বাইরে সরকারি, বেসরকারি ও মাদ্রাসার শিক্ষকেরা এখানে প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। বর্তমানে কলেজটিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১৫০ জন।

অধ্যক্ষ ফেরদৌস মহল মনসুরা বেগম *প্রথম আলোকে* বলেন, আগে বাবা তাঁর মেয়েকে, স্বামী তাঁর স্ত্রীকে, মামা তাঁর ভাগনিকে এখানে ভর্তি করাতেন। এখন যুগ পাল্টেছে। পাশেই নারী ও পুরুষ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কলেজে নারী শিক্ষার্থীরা চলে যাচ্ছেন। এর কারণ হতে পারে এখানে নিয়মকানুন বেশ কঠিন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ক্লাস শেষ করে ক্যাম্পাস থেকে বের হতে হয়।

আগে কলেজটির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড জমিদারবাড়ি শশীলজের বিভিন্ন কক্ষে পরিচালিত হতো। গত বছর ভবনটি সংরক্ষণের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধীনে চলে যায়। ফলে কলেজের কার্যক্রম এখন সীমিত জায়গার মধ্যে পরিচালিত হচ্ছে। আগের ৯ দশমিক ৬৮ একর জায়গার মধ্যে এখন কলেজের নামে আছে ৪ দশমিক ৩৪ একর। বর্তমানে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর একটি সীমানা দেয়াল তুলে শশীলজ থেকে কলেজটিকে আলাদা করে দিয়েছে।

বর্তমান অধ্যক্ষ ১৯৮৪-৮৫ সালে এ কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। ১৯৮৮ সালে এখানেই প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করে আবার এ প্রতিষ্ঠানে ফিরে এসেছেন।

জানা গেল, কলেজের হোস্টেলে পৌনে ৩০০ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে থাকছেন ১৮০ জন। আগে এখানে ১০ জন বাবুর্চি ছিলেন। বর্তমানে আছেন তিনজন। এতজনের রান্না করা তাঁদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুজন দারোয়ান মারা গেছেন তিন থেকে চার বছর আগে। এখনো ওই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। সুইপার একজন। তিনি নৈশপ্রহরীরও কাজ করেন। জনবল সংকটের কারণে বেসরকারিভাবে লোক নিয়োগ দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। শিক্ষক সব মিলে প্রায় ৩৮ জন আছেন। তবে এইচএসসি পাস করে যাঁরা সম্মানে ভর্তি হচ্ছেন তাঁদের বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক না থাকায় সব বিষয় পড়তে পারছেন না।

উপাধ্যক্ষ অমল কান্তি চক্রবর্তী বলেন, কলেজটিতে বর্তমানে ছাত্রীদের জন্য কোনো কমন রুম নেই। ক্যানটিন নেই। সবার জন্য কমন টয়লেট। এখানে পুরুষ শিক্ষকেরাও প্রশিক্ষণ নিতে আসছেন। ফলে তা একটি বিশাল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কলেজের সহকারী অধ্যাপক হাসিনা মমতাজ বলেন, অনেকেই এখানকার সনদের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না। অন্য কোনো জায়গায় ভর্তি হতে না পারলে তখন এখানে ভর্তি হন। বর্তমানে এখান থেকে বিএড অনার্স (চার বছর) পাস করলে সরাসরি শিক্ষকতা করার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।